শিশু কথা

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল - জুন ২০১৪।

শিশু পাচার প্রতিরোধ: আইনের যথাযথ প্রয়োগের সাথে সচেতনতা সৃষ্টিও জরুরী

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সৈয়দ মহসিন আলী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়

'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২' - শিশু পাচার রোধে যুগান্তকারী ভুমিকা পালন করতে পারে যদি এই আইন এবং এটি বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (২০১২-২০১৪) বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের মাঝে এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। অন্যথায় অন্যান আইনের মতো এটি কাগজেই রয়ে যাবে, শিশুদের কল্যানে কার্যকর ভুমিকার রাখতে ব্যার্থ হবে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম আয়োজিত বাংলাদেশে শিশু পাচার: পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং উত্তরণের উপায় শীর্ষক সেমিনারে এমন বক্তব্য উঠে আসে। গত ১ জুন দি ডেইলি স্টার ভবনে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ, পিএইচডি, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; জনাব মাহমুদুল কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর, টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এবং জনাব চন্দন যেড গোমেজ, এডভোকেসি ডিরেক্টর, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপাস্থপন করেন জনাব ইশরাত শামীম, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও শিশু পাচার প্রতিরোধে কাজ করে এমন সংগঠনসহ বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, আইনজীবী এবং দাতাসংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিএসএএফ এর চেয়ারপারসন জনাব মো. এমরানুল হক চৌধুরি সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ শিশু পাচার প্রতিরোধে যেসব সুপারিশ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন এর যথাযথ প্রয়োগ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া, প্রতিটি থানায় শিশু বান্ধব কর্মকর্তা নিশ্চিত করা, পাচারের শিকার শিশু, তার পরিবার ও স্বাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অভিযুক্তরা যাতে আদালতের বাইরে নির্যাতিত শিশুর পরিবারের সাথে সমাঝোতায় না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা, জেলা পর্যায়ে পাচার বিষয়ক মনিটরিং সেলকে সক্রিয় করা ইত্যাদি। টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সেমিনার আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

শিশুদের ভবিষ্যত কর্মক্ষমতা নিশ্চিতকরণে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুস্বাক্ষর করা জরুরী

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক চুন্নু, এমপি

শিশুদের ঝুকিপুর্ণ শ্রম থেকে বিযুক্ত করে যদি বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক শ্রম এবং তারও আগে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় তাহলে শুধু ভবিষ্যত প্রজন্মই রক্ষা পাবেনা উপরন্ত তার দক্ষ কর্মী হয়ে উঠবে। শ্রমজীবি শিশুদের অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে ১৯৭৩ সালে আইএলও'র প্রথম অধিবেশনে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ গৃহীত হয় এবং এই কনভেনশন অনুযায়ী যদি কোন কাজ শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়নে ব্যাঘাত না ঘটায় তবে ১২ বছরের উপরের শিশুরা সেই সকল কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে। তবে ১২ বছরের কম বয়সী কোন শিশুই কাজে যুক্ত হতে পারবে না। এই কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে শ্রমজীবি শিশুদের সুরক্ষা প্রদানসহ শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহারে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম গত ১৭ এপ্রিল ২০১৪ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনে *রেটিফিকেশন আইএলও কনভেনশন ১৩৮: এ স্টেপ ফরওয়ার্ড টু কমব্যাট চাইল্ড লেবার* ' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক চুন্নু, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর সমন্বয়ক জনাব লায়লা করিম। বিএসএএফ এর চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরি সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমুজ্জামান ভুইয়া। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মী, নীতি নির্ধারক, শিক্ষক, গবেষক, উন্নয়নকর্মীগণ সভায় বক্তব্য রাখেন। অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নিরসনে আইএলও কনভেনশ ১৩৮ অনুসাক্ষরের জন্য সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনের জন্য জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবয়ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান সেই সাথে তাদের অব্যাহত সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্প ' এডভোকেসি টু এলিমিনেট হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ' - এর অধীনে এই কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন: চাই গৃহীত পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়ন

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ে নীতি নির্ধারক ও শ্রমজীবি শিশুদের মধ্যে সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিশুদের একাংশ

সংলাপে উপস্থিত নীতি নির্ধারকগণ

শিশুদের যেখানে শ্রমের সাথেই যুক্ত হওয়ার কথা নয়, সেখানে বাংলাদেশ প্রায় ১.৩ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথেই যুক্ত। এই বিপুল সংখ্যক শিশুর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার অর্থ হলো ভবিষ্যতে প্রজন্মের বড় একটা অংশকে হারানো। এমন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শিশুদের যেকোন মূল্যে ঝুঁকিপুর্ণ শ্রম থেকে বিযুক্ত করে তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। অন্তত শিশুদের ঝুকিপূর্ণ শ্রম থেকে ঝুঁকিমুক্ত শ্রমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও তাদের স্বাভাবিক জীবন, ভবিষ্যত সুরক্ষিত হওয়ার একটা সুযোগ থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম বিষয়ে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ যেমন, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা -২০১০, এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা চুড়ান্ত করা হলেও শ্রমজীবি শিশুদের অবস্থার এখনও কোন ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। এ অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং নীতি নির্ধারকদের মধ্যে একটি সংলাপের আয়োজন করে। গত ১৭ জুন ২০১৪ দি ডেইলি স্টার ভবনের তৌফিক আজিজ খান সেমিনার হলে সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব তারিক-উল ইসলাম, জনাব এম.এম. সুলতান মাহমুদ, যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, জনাব খন্দকার মোস্তান হোসেন, যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনাব সাবেল ফিরোজ, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ। নীতি নির্ধারক ও শিশুদের মধ্যে এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন বিএসএএফ এর ভাইস চেয়ার জনাব ইকবাল আহাম্মেদ এবং সঞ্চালনা করেন জনাব শরফুদ্দিন খান। সংলাপে ৪০ জন শ্রমজীবি অংশগ্রহণ করে। শ্রমজীবির শিশুরা নীতি নির্ধারকদের সামনে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানায়। নীতি নির্ধারকগণ শিশুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা সেগুলো যথাসময়ে এবং যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করা হয়। টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এবং ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ অনুষ্ঠান আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

খুলনা জেলায় ঝুঁকিপূর্ন শিশুশ্রম নিরসন: আমাদের করণীয় শীর্ষক সেমিনারে অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে অভিভাবকরা যেমন দায়ী, তেমনি নিয়োগকারীরাও তাদের লাভের জন্য শিশুশ্রম সবসময় উতসাহিত করে আসছে। এই দুপক্ষই আমাদের সমাজের বাসিন্দা। কাজেই সমাজিকভাবেই তাদের শিশুশ্রমের বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। এজন্য সামাজিক সংগঠন, নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পাশপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল যাতে শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন করে সে বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সবমহল থেকে সরকারকে সর্বোতভাবে সহায়তা করাতে হবে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক জেলা পর্যায়ে আয়োজিত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক গোলটেবিল বেঠকে এমন পরামর্শ প্রদান করেন অংশগ্রহণকারীগণ। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে তৃণমুল পর্যায়ে সচেতনতা এবং সরকারী, বেসরকারী সংশ্লিষ্ট মহলকে সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সক্রিয় করার উদ্যোগ হিসেবে বিএসএএফ জেলা পর্যায়ে এই এডভোকেসি কার্যক্রম আয়োজন করে । বিভিন্ন জেলায় বিএসএএফ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থাগুলো হলো- যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা-চট্টগ্রাম, রুরাল এন্ড আরবান পুওর'স পার্টনার ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (রূপসা)-খুলনা এবং বাস্তাব- কক্সবাজার। দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্প ' এডভোকেসি টু এলিমিনেট হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ' - এর অধীনে এই কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

সমন্বিত উদ্যোগ শিশু পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় শিশু পাচার প্রতিরোধে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

শিশু পাচার রোধে জেলা পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কক্সবাজার, চাপাই নবাবগঞ্জ এবং সাতক্ষীরা জেলায় এপ্রিল - জুন ২০১৪ সময়ে তিনটি সেমিনারের আয়োজন করে। বিএসএএফ এর সদস্য সংস্থা বাস্তব, বাইক এবং সুশীলন উপরোল্লোখিত জেলাগুলোতে এই সেমিনারের আয়োজন করে। স্থানীয় পর্যয়ে শিশু পাচার প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে স্থানীয় তথ্য উপাত্ত তথা সার্বিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টজনদের সচেতনতা, জবাবদিহিতা তথা চলামান কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে বিএসএএফ তার সদস্য সংগঠনের সহায়তায় শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে এই সেমিনারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানগুলোতে জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনাগরগুলোতে শিশু পাচার প্রতিরোধে যেসব সুপারিশ উত্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - জেলাপযায়ে পাচার বিষয়ক মনিটরিং সেলকে সক্রিয়করণ এবং নিয়মিত বৈঠক আয়োজন, সীমান্ত পর্যায়ে বর্ডার গার্ড চেক পোস্ট বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের পাচার প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ, সীমান্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে পাচার প্রতিরোধে সক্রিয় করণ, সীমান্ত এলাকায় প্রচারণা চালানো, উদ্ধারকারী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে শেল্টার হোম তৈরি, উদ্ধাকারী শিশু ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দ্রুত সময়ে শিশু পাচার বিষয় মামলার নিস্পত্তিকরণ, পাচারের শিকার শিশুদের যথাযথ পূনর্বাসন করা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কাজের সমন্বয় করা প্রভৃতি। দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্প ' এডভোকেসি টু এলিমিনেট হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ' - এর অধীনে এই কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

চাইল্ড এবিউস এন্ড এক্সপ্লয়টেশন শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

মোড়ক উন্মোচন করছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশের প্রতিদিনের দৈনিক পত্রিকার কোননা কোন পাতায় শিশু নির্যাতনের রোমহর্ষক খবার ছাপা হয় না এমন দিন খুব বিরল। কখনো কখনো শিশু নির্যাতনের খবরের আধিক্য আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া শিশুদের সুরক্ষায় নানা আইন ও নীতি যেমন শিশু আইন ২০১৩, শিশু নীতি ২০১১, শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ সহ নানা ধরনের পরিকল্পনা নেয়া হলেও শিশু নির্যাতন কোনভাবেই কমছেনা। উপরন্ত দৈনিক পত্রিকায় সারা বাংলাদেশের সকল শিশু নির্যাতনের সংবাদ ছাপাও হয়না। কিন্তু শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, শিশুদের ওপর নির্যাতনের কারণ, ধরণ এবং প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিএসএএফ টেরে ডেস হোমস এর আর্থিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অধীনে চাইল্ড এবিউস এন্ড এক্সপ্লয়টেশন বিষয়ে একটি গবেষণা সম্পন্ন করে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৪ বিএসএএফ গবেষণা গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সরকারী সংস্থা, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, শিশু অধিকার কর্মী, আইনজীবি, গনমাধ্যমকর্মীদের সাথে বিনিময় করে। উক্ত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি ইমান আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পুর্ণ সদস্য জনাব রিয়াজুল হক। বিএসএএফ এর চেয়ারপারসন জনাব মো. এমরানুল হক চৌধুরি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্প ' এডভোকেসি টু এলিমিনেট হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ' - এর অধীনে এই গবেষণা সম্পন্ন হয়।

শিশু অধিকার লঙ্ঘন পরিস্থিতি (এপ্রিল - জুন ২০১৪)

নির্যাতনের ধরণ	সংখ্যা	নির্যাতনের ধরণ	সংখ্যা
ধর্ষণ	৩০	পানিতে ডুবে মৃত্যু	৬১
যৌন হয়রানি	৬	নিখোঁজ	৮
ধর্ষণপূর্বক হত্যা	৫	অপহরণ	১৪
হত্যা	১০১	অপহরণ থেকে উদ্ধার	২০
হত্যার চেষ্টা	৫	গৃহকর্মী শিশু নির্যাতন	৪
ধর্ষণের কারণে আত্নহত্যা	৫	অপহরণ করে হত্যা	১০
আত্মহত্যা	৩৬	পাচার	৩
আত্মহত্যার চেষ্টা	২	পাচার ও উদ্ধার	১০
এসিড আক্রমনের শিকার	১	বজ্রপাতে নিহত	১৮
সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত	৭১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	৫৮
সড়ক দূর্ঘটনায় আহত	৩৬	ককটেল বিস্ফোরণে আহত	২০
বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে মৃত্যু	১৩		

কৌতুক

১. দুই বন্ধু ঝগড়া করছে। পাশে এক পথচারী তা দাঁড়িয়ে তা দেখছে।
প্রথম বন্ধু: থাপড়ে তোর ৬৪টা দাঁত ফেলে দিব।
দ্বিতীয় বন্ধু কিছু বলার আগে পথচারি বলছে উনারতো মাত্র ৩২টা দাঁত, আপনি ৬৪ পেলেন কোথায়?
প্রথম বন্ধু: আমি জানতাম আপনি এসে আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন, তাই হিসাব করে আপনার দাঁতগুলোও ধরেছি।

২. শিক্ষক : আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে কেন
ছাত্র: উপরে খাওয়ার কোন লোক নেই, তাই আপেল মাটিতে পড়ে

৩. ডাক্তার ও রোগী

এক রোগী পেটের অসুখ নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল।
ডাক্তার: আপনি খাবার সব সময় ঢাকা রাখবেন
রোগী: ঢাকা তো অনেক দূর, বরিশালে রাখলে কী সমস্যা আছে?

৪. ইয়া মোটা এক ছেলেকে ডাক্তার বলে যে, প্রতিদিন খেলাধুলা করলে ভুড়ি কমে যাবে। বেশ কয়েকদিন পর ছেলেটি আবার ডাক্তারের কাছে গেল। তার কোন পরিবর্তন না দেখে ডাক্তার বলে তুমি কি কি খেলা করেছে? ছেলেটি বলে কম্পিউটার গেমস।

সংগ্রহে: রানা,আল আমিন, অপরাজেয় বাংলাদেশ আফছানা, আপন, নারী মৈত্রী স্কুল, বেরিবাঁধ সেন্টার;

তারকালাপ

আপনার নাম: মশা
বিয়ে করেছেন: জি করেছি
ছেলে মেয়ে: দুই জন
ছেলের নাম: এডিস
মেয়ের নাম: ম্যালেরিয়া
প্রিয় খাবার: রক্ত
প্রিয় রং: লাল
ভালোলাগে: মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে
খারাপ লাগে: মানুষ যখন থাপ্পর মারে
প্রিয় স্থান: ডাস্টবিন

মো. সজীব, ঢাকা আহছানিয়া মিশন

শ্রমজীবন

আমরা সবাই শ্রমজীবী
কঠোর কাজ করি
কাজের ফাঁকে স্কুলে যাই
কাজের ফাঁকে পড়ি।
সারাটি দিন কষ্ট করে
রোদ বৃষ্টিতে ভিজে
সময় মত পাইনা যে
এক থালা ভাত খেতে।
এত কষ্টের কাজ করি
সারাটি দিন ভরে
তারপরেও হেসে খেলে
জীবনটা যায় চলে।

ইয়াসমিন সুলতানা, ঢাকা আহছানিয়া মিশন

শিশুর অধিকার

তুমিও শিশু আমিও শিশু
অধিকার মোদের সমান,
তবুও নেই মোর কোন শান্তি
সারাদিন কাজ করে, কেন আসে ক্লান্তি।
তুমি থাক মহাসুখে
পাকা ইটের ঘরে,
আমি কেন কাজ করি
রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।
তুমিও মানুষ আমিও মানুষ
রক্ত সবার লাল,
তবুও কেন অধিকারে
হবে ব্যবধান।

মেহেদি হাসান অপু, ইউসেপ ইসমাইল স্কুল

Editor: Md Kafil Uddin, Director
Executive Editor: Abdus Shahid Mahmood, Coordinator
Financial Assistance: TdH Netherlands
Published by: Bangladesh Shishu Adhikar Forum,
House # 24B, Road # 14A, Dhanmondi R/A, Dhaka - 1209,
Tel: 8110857, Fax: 9110017, Email: bsaf@bangla.net,
Web: http//www.bsafchild.org

শিশু কথা প্রকাশনা কমিটি
সোমা আক্তার (পদক্ষেপ মানবিক মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র), মনি আক্তার (ঢাকা আহছানিয়া মিশন), সৃষ্টি আক্তার (এএসডি), মো. সাহাবুদ্দিন (ইউসেপ বাংলাদেশ), মতিউর রহমান (আইন ও সালিশ কেন্দ্র), মো. মামুন মিয়া (উদ্দীপন)।

আর্থিক সহযোগিতায়: terre des hommes netherlands
সম্পাদনা ও প্রকাশনা সহযোগিতায়: বিএসএএফ